বদরুদ্দীন উমর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের সন্ত্রাস

২৪ জুলাই মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশের ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত যে কোন সন্ত্রাসী তৎপরতাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাতো সেটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রশাসনিক সন্ত্রাসের প্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক সন্ত্রাসের দ্বিতীয় বড় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী-বাকশালী শাসনের সময়। কিন্তু বিগত ২৪ জুলাই প্রশাসনিক সন্ত্রাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা সেখানে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সরকারের আমলে প্রশাসনিক সন্ত্রাসের থেকে ভয়াবহ।

ভয়াবহ অনেক কারণের মধ্যে এ কারণে যে, এই ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের মূল নায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত এই শিক্ষক শামসুন্নাহার হলের ঘটনাবলী সম্পর্কে যেসব স্বচ্ছ (Transparent) মিথ্যা কথা অনর্গল বলেছেন, এবং অন্যান্য যে কাণ্ডকারখানা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান যাই হোক, তাদের নৈতিক চরিত্র ছাত্র এবং জনগণের কাছে অধঃপতিত বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। একথা অবশ্যই ঠিক কিছুসংখ্যক শিক্ষক এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত কম যে, সাধারণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমের কোন উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ২৪ তারিখের ঘটনার দায়দায়িত্ব অন্যদের ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়ে যেভাবে সাধু সাজার চেষ্টা করেছেন সেটা তার কাপুরুষতা, দায়িত্বহীনতা এমনকি অপরাধমূলক তৎপরতারই একটি দিক। শুধু ২৪ তারিখে শামসুন্নাহার হলে পুলিশ ঢুকিয়ে মধ্যরাতের সন্ত্রাস ছাড়াও তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে যেভাবে ছাত্রদের ওপর ষোল আনা দোষ চাপিয়ে দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন, ছাত্রদের বিক্ষোভকে 'বহিরাগতদের' কাজ বলে বর্ণনা করে চক্রান্তের কথা বলছেন তার কানাকড়ি বিশ্বাসযোগ্যতা কারও কাছে নেই। কিন্তু এসব কথা বলতে উপাচার্যের কোন অসুবিধে নেই।

যে ভয়াবহতার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ এটাই। উপাচার্য যে কাজ করে চলেছেন সেটা একজন সাধারণ আমলা করলে তার মূল্যায়ন অন্যভাবে হতে পারত। কিন্তু এই ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক। এই ঘটনা থেকে যে শুধু একজন শিক্ষকের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাই নয়, এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও সাধারণ অবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেরা যদি সাদা, নীল, গোলাপি ইত্যাদি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কুৎসিতভাবে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নানা প্রকার ফায়দা উঠানোর চেষ্টা না করতেন এবং সাধারণভাবে এই ধারার সুবিধাবাদ ও নানা প্রকার দায়িত্বহীন কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত না থাকতেন, নিজেদের নিম্নতম দায়িত্ব পালন না করে টাকার লোভে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদেরকে নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাদান না করে অন্য ধরনের অর্থকরী কর্মে লিপ্ত না থাকতেন, তাহলে সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি কখনও এমন হতে পারত না। শিক্ষক নামের অযোগ্য নিম্ন চরিত্রসম্পন্ন একের পর এক লোক সরকারের নিকৃষ্ট হুকুমবরদার হিসাবে উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হতে পারত না।

এই পরিস্থিতি ভয়াবহ এ কারণে যে, এটা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোন পর্যায়ে এনে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী দাঁড় করিয়েছে তার এক অভ্রান্ত চিত্রই এসবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

সরকার ছাত্র সন্ত্রাসের অজুহাত দেখিয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা করছে। কিন্তু এই ছাত্র সন্ত্রাস তো নিজের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। এই সন্ত্রাসের মূল চালিকাশক্তি হল বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী এবং তাদের রাজনৈতিক দলগুলো। এই দলগুলোর মধ্যে যে বা যারা যখন ক্ষমতায় আসে তখন সরাসরিভাবে তারাই শিক্ষা

শামসুন্নাহার হলে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল

প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজেদের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করার জন্য সন্ত্রাস করে এবং তার জন্যই ব্যবহার করে নিজেদের দলীয় ছাত্র সংগঠন, সমর্থক, চামচা শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। এসবের পেছনে মদদ জোগানোর জন্য আবার থাকে তাদের পুলিশ প্রশাসন। এসব বিষয় বিবেচনা করলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে সরকারের কারো বিরুদ্ধে ছাত্র সন্ত্রাসের অজুহাত খাড়া করা নিজেদের অপরাধমূলক তৎপরতা আড়াল করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ২৪ তারিখের ঘটনার পর ছাত্ররা যাতে কোন বড় রকম বিক্ষোভ না করতে পারে তার জন্য সরকারি ছাত্র সংগঠনের মাস্তানদের মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রদেরকে অনেক ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করেছেন। সেসব হুমকি কোন কাজে আসেনি। হাজার হাজার ছাত্র পুলিশি ঘেরাও সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ছাত্রদলের যে মাস্তানরা উপাচার্যের হুকুমমতো কাজ করছিল তাদেরকে তিনি নিজের বাসায় বিরিয়ানি খাইয়ে আপ্যায়ন করেছেন বলে সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি জবাব দিয়েছেন, 'বৃষ্টির মধ্যে তারা তার বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল মাত্র, এছাড়া অন্যকিছু নয়! (দৈনিক প্রথম আলো, ২৯.৭.২০০২)। অন্য হাজার হাজার ছাত্র পুলিশের দ্বারা ঘেরাও হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সড়কদ্বীপে ও তার চারপাশে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে-বসে থাকলেও বিএনপি সরকারের ছাত্র মাস্তানরাই বা কেন তার বাসায় আশ্রয় লাভ করে বিরিয়ানি খেলো সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই।

একথা ঠিক যে, বিএনপির এই মাস্তানরা ছাত্র। কিন্তু এই ছাত্র মাস্তানদের মুরুব্বি কে? যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রক্টর ইত্যাদি পদাধিকারী শিক্ষকরা এই মুরুব্বি হন এবং এই মুরুব্বিরা যদি হন সরকারের হুকুমবরদার তাহলে সন্ত্রাস করার জন্য ছাত্রদেরকে দায়ী করার অর্থ এবং যৌক্তিকতা কি?

এবার আসা যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ জুলাইয়ের ঘটনার সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের বিষয়ে। এ পর্যন্ত সরকার প্রকাশ্যে এই ঘটনার সঙ্গে নিজেদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে আসছে। সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে যেসব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হচ্ছে তার থেকে মনে হয় সব দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর চাপিয়ে সরকার নিজেকে নির্দোষ ও ধোয়া তুলসী পাতা প্রমাণের চেষ্টা করছে। এই চেষ্টাও যে অসৎ ও প্রতারণামূলক তাতে সন্দেহ নেই।

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রায়ট পুলিশ যেখানে মধ্যরাতে মেয়েদের একটি হলে ঢুকে মেয়েদেরকে তাদের কামরা থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে মারধর, অপমান করেছে এবং ১৪ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার পর্যন্ত করে থানায় আটক করে রেখেছে, সেখানে সরকারের দায়িত্ব নেই একথা বলা আর দেশে কোন সরকার নেই একথা বলার মধ্যে পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে বিএনপি সরকারের অকেজো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ কোন বক্তব্য নেই এবং তার পক্ষে দায়দায়িত্ব স্বীকার করার প্রশ্নও ওঠে না।

২৪ জুলাইয়ে শামসুন্নাহার হলের ঘটনার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি করেছে নিজেদের লোক দিয়ে। এছাড়া সরকারও একটি তদন্ত কমিশন করেছে ওই একই ব্যাপারে। দ্বিতীয় কমিটি গঠিত হওয়ার পর ব্যাপারটির আর কোন গুরুত্ব নেই। কাজেই সরকার তার নিজের সুবিধা অনুযায়ী তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করবে।

সরকারি মহলের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয় তারা উপাচার্যকে তাদের বলির পাঁঠা বানিয়ে নিজেরা দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। সরকারি দলের মুষ্টিমেয় মাস্তান ছাত্র ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রই চায় উপাচার্যের পদত্যাগ। এই দাবির দিকেও খেয়াল রেখে সরকার তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

কিন্তু সরকারের দায়িত্বের বিষয়ে যাওয়ার আগে উপাচার্যের বিষয়ে এটাই বলা দরকার যে, ২৪ জুলাই শামসুন্নাহার হলে এবং তার পরবর্তী সময় আবার ২৭ জুলাই মধ্যরাতে সমস্ত ক্যাম্পাসে মাস্তান ও পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে উপাচার্য ছাত্রদের ওপর যে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ চালিয়েছেন তার জন্য তার পদত্যাগ দাবি খুব হালকা ব্যাপার। আসলে এ ক্ষেত্রে দরকার উপাচার্য, প্রক্টর ইত্যাদিকে বরখাস্ত করা এবং উপাচার্য হিসাবে কঠিন অপরাধের জন্য তাকে গ্রেফতার করে, তার বিচার করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে চিরতরে বিদায় দেয়া যাতে এ ধরনের এক ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে আবার বহাল থেকে শিক্ষক সমাজকে আরও বেশি করে কলঙ্কিত করতে না পারে। শুধু তাই নয়, এটা আরও প্রয়োজন এ কারণে যাতে এই শাস্তি পরবর্তী উপাচার্য এবং অনেক চামচা শিক্ষকের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এ কাজ কারা করবে? তবে আজ ২৯ জুলাই সকালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল[illegible] ক্যাম্পাসে যে ফ্যাসিস্ট বর্বরতা আবার করা হয়েছে [illegible] ধরনের বর্বরতা বন্ধের জন্য উপাচার্য ও তা[illegible] সহায়তাকারীদের এই শাস্তি বরাদ্দ না হলে এ ধরনের ঘটন[illegible] চলতেই থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রির অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনকে পিটিয়ে তার পা ভেঙে দেয়া পুলিশ ও ছাত্রদলের মাস্তানদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কিভাবে সম্ভব হয় উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, সরকার ও তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় সহযোগিতা এবং নির্দেশ ছাড়া? তারা আজ ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও মারধর করে জখম করেছে এবং গ্রেফতার করেছে ২৩ জনকে।

এসবের দায়িত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা এবং এসবের জন্য 'বহিরাগতদের' সহায়তায় সরকারবিরোধীদের চক্রান্তকে দায়ী করে সরকারি বক্তব্যের কোন কার্যকারিতা প্রচারণার ক্ষেত্রে আর নেই। সেটা সরকার ও তাদের তাঁবেদার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গত কয়েক দিনের বড়মাপে অনেক ফ্যাসিস্ট অপকর্মের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

এর জন্য উপাচার্য ও তার কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গকে বরখা[illegible] করে সরকার নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাইলেও ত[illegible] কোন গ্রাহ্যতা কারও কাছেই আর নেই, নিছক তাদে[illegible] অনুগত দলীয় লোকজন ছাড়া। কাজেই উপাচার্যের শা[illegible] যেভাবেই হোক দিয়ে সরকার তাকে বলির পাঁঠা বানালে[illegible] সরকারের খবর নেয়ার কেউ নেই এটা মনে করার কার[illegible] নেই। সে খবর নেয়ার মালিক এ দেশের জনগণ। জনগণ এ খবর নিশ্চয়ই নেবেন।

২৯.৭.২০০২